actionaid
তৃণমূল বার্তা

এলআরপি ৫৬ | ১ম সংখ্যা | জুন-২০২৬

“আর্ট ফর হোপ”: শিশুদের চোখে সৃজনশীলতা, সহনশীলতা ও আশার গল্প

প্রান্তিক শিশুদের চিত্রকলা প্রদর্শনী “আর্ট ফর হোপ”

একশনএইড বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এবং আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা-এর সহযোগিতায় আয়োজিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের আঁকা চিত্রকর্ম নিয়ে দুই দিনব্যাপী শিশুদের চিত্রকলা প্রদর্শনী “আর্ট ফর হোপ” অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রদর্শনীটি ১১-১২ মার্চ ২০২৬ তারিখে, প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা, ধানমন্ডিতে অনুষ্ঠিত হয়।

১১ মার্চ বিকাল ৩টায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে এই আয়োজনের সূচনা হয়, যেখানে শিশুদের সৃজনশীলতা ও সহনশীলতাকে উদযাপন করা হয়। প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পুরস্কারপ্রাপ্ত পাঁচ বছর বয়সী শিশু শিল্পী মারিয়াম নাসরিন আফসানা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একশনএইড বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এর শিক্ষক খোজাইমা ফাতেহালি জিয়াউদ্দিন, কার্টুনিস্ট ও শিল্পী মোরশেদ মিশু এবং বিশিষ্ট অভিনেতা ও চিত্রশিল্পী আফজাল হোসেনসহ বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং শিশুদের সৃজনশীলতা অব্যাহত রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।

শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও হ্যাপি হোমের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে একশনএইড বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক শিশুদের শিক্ষা, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ তৈরি করে আসছে। এসব উদ্যোগ শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করেছে, যেখানে তারা শিখতে, বেড়ে উঠতে এবং নিজেদের স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে।

শিশু বিকাশ কেন্দ্রে পহেলা বৈশাখ আয়োজন

তাসকিয়াতুল জান্নাত মেহেদী, সিজেজি প্রতিবেদক

একশনএইড বাংলাদেশ এর উদ্যোগে মগনামা ও রাজাখালী ইউনিয়নের ১০টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করা হয়। ১৫ এপ্রিল ২০২৬ অনুষ্ঠানটি নির্ধারিত সময়ে শুরু হয় এবং বিভিন্ন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ১০টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের প্রায় ৩০০ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। বিকাল ২টায় শিশুরা লাল, সাদা রঙের শাড়ি, নতুন জামা-কাপড় পড়ে শিশু বিকাশ কেন্দ্রে আসে। শিশু বিকাশ কেন্দ্রের সহায়িকাগণ শিশুদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন-গান, নাচ, কবিতা ও ছড়া আবৃত্তি, খেলাধুলা এবং ছবি অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে শিশুরা গ্রামের দৃশ্য, ফলমূল, পাখি, ফুল ইত্যাদির ছবি অঙ্কন করে। রঙিন সাজ কার্যক্রমে শিশুরা বিভিন্ন রঙেন পোশাকে অংশগ্রহণ করে। শিশু বিকাশ কেন্দ্রের আপা শিশুদের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসময় শিশু ফোরাম ও সিজেজির সদস্যরা সহযোগিতা করে। অনুষ্ঠানে শিশুদের অভিভাবকরাও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি খুব চমৎকার ভাবে আয়োজন করা হয়। এই দিন শিশুরা অনেক মজা করে এবং আনন্দ উল্লাস করে। এতে শিশুদের খেলাধুলা ও অংশগ্রহণের অধিকার রক্ষা হয়। শিশুদের দক্ষতা বিকাশ হয়। বিকাল ৫.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠান শেষ হয়। দিনটি শিশুদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আয়োজন করা হলো ২১ ফেব্রুয়ারি

আইনান জান্নত, সিজেজি প্রতিবেদক

২১ ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস। রাজাখালী এবং মগনামা এলাকায় ১০টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশুরা এই দিনটি খুব আনন্দের সাথে উদ্‌যাপন করেছে। প্রায় ৩১০ জন শিশু এই দিবসটি পালন করেছে। এই উপলক্ষ্যে শিশু বিকাশ কেন্দ্র সুন্দরভাবে সাজানে হয়। শিশুরা, শিশু বিকাশ কেন্দ্রের আপার কাছ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি এর গল্প এবং শহিদদের গল্প শুনে এবং জানতে পারে কেন এই দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই দিন মজার মজার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যেমন-চিত্রাঙ্কন, হাতের লেখা, অক্ষর সাজানো এবং ছড়া আবৃত্তি। শিশুরা অনেক আনন্দ নিয়ে এই সব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শিশুরা শহিদ মিনারের ফুল, শহিদ মিনার, বাংলা স্বরবর্ণ ইত্যাদির ছবি অংকন করেছে। এছাড়া, হাতের লেখায় রঙিন পেন্সিল দিয়ে সুন্দরভাবে বাংলা বর্ণমালা অংকন করেছে এবং অক্ষর সাজানো খেলায় সবাই মিলে স্বরবর্ণ সাজায় এবং অনেক মজা করে।

ছড়া আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অনেকে মজা মজার ছড়া বলে। অনেকে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ছড়া বলে। ভয় পায় না। সবাই হাতে তালি দিয়ে অনুপ্রেরণা দেয়। শিশুদের বড় ভাই-বোন এবং অভিভাবকরাও উপস্থিত ছিলেন। এবং শিশুদের উৎসাহ দেয়। এই অনুষ্ঠানে শিশুরা শিখেছে যে সকলকেই বাংলা ভাষাকে ভালোবাসতে হবে। এবং ঠিকভাবে ভাষা ব্যবহার করতে হবে। শিশুরা জেনেছে যে এই ভাষার জন্য অনেক মানুষ তাদের জীবন দিয়েছে। তাই তাদের ফুল দিয়ে সম্মান করা হয়। এই দিনটি শিশুদের জন্য অনেক আনন্দের ও শিখার দিন ছিল।

পশ্চিমকুলে স্থাপন করা হয়েছে সৌর চালিত গভীর টিউবওয়েল

সাইমা জান্নাত, সিজেজি প্রতিবেদক

পশ্চিমকুল সমুদ্র তীরের একটি গ্রাম। এটি মগনামা ইউনিয়নে অবস্থিত। এখানে বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট ছিল। এই সংকট আরো তীব্র হয় গ্রীষ্মকালে। এখানকার পরিবারগুলোকে দূর-দূরান্তর থেকে পানি সংগ্রহ করতে হতো। এতে নারী, শিশু এবং বৃদ্ধদের অনেক কষ্ট হতো। অনেক সময় নষ্ট হয়। অনিরাপদ পানি ব্যবহারের কারণে মানুষ পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতো। এই সমস্যা সমাধানের জন্য এখানকার স্বাবলম্বী নারী দলের সদস্যরা একশনএইড বাংলাদেশকে বিষয়টি অবহিত করে। একশনএইড মানুষের কষ্টের কথা বিবেচনা করে এবং সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এই এলাকায় সৌর চালিত গভীর টিউবওয়েল স্থাপন করে। বর্তমানে ১০৪টি পরিবার নিরাপদ পানি ব্যবহারের সুবিধা পাচ্ছে। পরিবারগুলো সহজেই ৪টি পয়েন্ট থেকে পানি সংগ্রহ করতে পারে। আগে যেখানে পানি আনতে অনেক সময় লাগতো, এখন খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সবাই প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহণ করতে পারছে। এতে নারী ও শিশুদের কষ্ট অনেক কমেছে এবং তারা অন্য

কাজের জন্যও সময় পাচ্ছে। সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের কারণে এই ডিপ টিউবওয়েল পরিবেশবান্ধব এবং বিদ্যুৎ খরচ ছাড়াই পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে। সূর্যের শক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে বলে এটি একটি টেকসই এবং আধুনিক উদ্যোগ। বর্তমানে নিরাপদ পানি ব্যবহারের ফলে মানুষের স্বাস্থ্যপরিস্থিতি উন্নতি হয়েছে। শিশুদের ডায়রিয়া ও পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি কমেছে। সবাই এখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে সচেতন হচ্ছে। মানুষ এখন সুন্দর জীবন যাপন করছে।

স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে ৫০ পরিবারে

আহনাফ আদিল, সিজেজি প্রতিবেদক

মগনামা এবং রাজাখালী এলাকায় অনেক পারিবারে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ছিল না। এই জন্য তারা নানা রোগে আক্রান্ত হয়। শিশুরা বিভিন্ন রোগে আরো বেশি আক্রান্ত হতো। একশনএইড বাংলাদেশ এই সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসে। এই এলাকার বিভিন্ন গ্রামে যেমন– বাজারপাড়া, মৌলভিপাড়া, পশ্চিমকুল, কুমপাড়া, বোর্ডিং পাড়া, কালারপাড়া, কুমপড়া, বহাদ্দরপাড়া, নতুনঘোনা, আমিলাপড়া, মাঝিরপাড়া, দশেরঘোনা, আমিলাপাড়া ইত্যাদি গ্রামের ৫০টি পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেছে। পরিবারগুলোকে কাঠ, টিন, রিং, স্লাবসহ ল্যাট্রিন নির্মাণের সব উপকরণ প্রদান করেছে। এছাড়া সাবানদানি, বালতি, মগ, স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে স্টিকার প্রদান করে। বর্তমানে পরিবারগুলো স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে পারছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবারগুলোর মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সবাই এখন হাত ধোয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। শিশুরা টয়লেট ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলেছে।

বর্তমানে তাদের জীবনযাত্রায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের ফলে পরিবেশ পরিষ্কার থাকছে এবং রোগবালাই কমার সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। একশনএইড বাংলাদেশ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পরিবারগুলো এখন আরো নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করছে।

শিশু বিকাশ কেন্দ্র

আহনাফ আদিল, সিজেজি প্রতিবেদক

পেকুয়া উপজেলায় মগনামা এবং রাজাখালী ইউনিয়নের ১০টি গ্রামে একশনএইড বাংলাদেশ শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এখানে শিশুদের বিকাশের ৪টি ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করা হয়। শারীরিক বিকাশ, মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, ভাষাগত বিকাশ, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ-এর উন্নয়নের জন্য কাজ করা হয়।

১০টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র গঠনের মধ্যে দিয়ে শিশুদের পড়াশোনার পাশাপাশি সৃজনশীল কার্যক্রমে যুক্ত করা হয়েছে। এখানে শিশুদের স্কুলে যাওয়ার উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। এবং যে সকল শিশু স্কুলে যায় তারা তাদের স্কুলের পড়া তৈরি করতে পারছে। এছাড়া শিশুদের নাচ, গান, কবিতা, ছড়া আবৃত্তি ইত্যাদি কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি শিশুদের হাত ধোয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, নৈতিকতা, শিশু, গুড টাচ ও ব্যাড টাচ এবং শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতামূলক সেশন গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এই শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলোকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। এখানে শিশুদের জন্য বল, ব্যাট, দড়ি, ক্যারাম বোর্ড, লুড, দাবা, ঘোড়া, স্লিপার সহ নানা খেলনা সামগ্রী রয়েছে। শিশুরা এগুলো নিয়ে খেলতে অনেক বেশি পছন্দ করে। শিশুদের জন্য আরো আছে ফাস্ট এইড বক্স। পড়াশোনার জন্য বিভিন্ন ধরনের বর্ণমালা চার্ট, গ্লোব, শিক্ষণীয় নাম্বার, গল্পের বইসহ বিভিন্ন ধরনের মজার মজার বই রয়েছে। দুপুর ১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত শিশুরা শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলো চলে। ২০২৫ সাল থেকে এই বিকাশ কেন্দ্রগুলো চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিশুদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশু বিকাশ কেন্দ্র চালু হওয়ায় শিশুদের পিতামাতারাও অনেক খুশি।

শিশুরা পেল ড্রইং প্রশিক্ষণ

রাজিয়া সোলতানা তিশা, সিজেজি প্রতিবেদক

একশনএইড বাংলাশেদ মগনামা এবং রাজখালী এলাকার ১০ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশুদের ড্রইং প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এই প্রশিক্ষণে প্রায় ৩০০ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। গত বছর আগষ্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে ৩-৭ বছরের শিশুরা খুবই আনন্দ পেয়েছে। আগে শিশুরা তেমন আঁকাআঁকি করতে পারতো না। কিন্ত এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ধরনের ছবি আঁকা ও রং করার নিয়ম শিখেছে। এখানে ফুল, গাছ, পাখি, ফল, জাতীয় পতাকা এবং নানা ধরনের ছবি আঁকা শেখে। তাছাড়া কোন ছবিতে কি কি রং ব্যবহার করতে হবে এবং কোন রঙের নাম কি তা শিখতে পেরেছে।

প্রশিক্ষিত শিক্ষক মো: তারেক মিয়া এই প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তিনি শিশুদের সুন্দরভাবে ছবি আঁকা ও রং করার বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেন। এতে তাদের আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। এসময় শিশুদের মাঝে আনন্দ ও উৎসব মুখর পরিবেশ তৈরি হয়। ছবি আঁকার জন্য পেন্সিল, রং, শার্পনার, ইরেজার, হার্ডবোর্ড ইত্যাদি শিশুদের প্রদান করা হয়। শিশুদের আঁকা ছবিগুলো কেন্দ্রের দেয়ালে প্রদর্শন করা হয়। এতে শিশুদের ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। তাদের মনোযোগ বেড়েছে এবং তারা আত্মবিশ্বাসী হয়েছে। তাছাড়া শিশুদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তৈরি হয়েছে। শিশুদের পিতামাতাও এই প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অনেক খুশি হয়েছেন।

শিশুরা খাতা পেয়ে আনন্দিত

ইসরাতুল মাওয়া সানজিদা, সিজেজি প্রতিবেদক

মগনামা এবং রাজাখালী ইউনিয়নের ১০০০ শিশু একটি করে খাতা পেয়েছে। খাতা পেয়ে তারা খুবই আনন্দিত। একশনএইড বাংলাদেশ শিশুদের মাঝে এই খাতা বিতরণ করে। বিগত বছরেও শিশুরা একটি করে খাতা পেয়েছে। সবুজ রঙের খাতাগুলো অনেক সুন্দর ছিল। খাতায় পানিতে পড়ে শিশু মৃত্যুরোধ ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করার বিষয়ে বার্তা ছিল। শিশুদের আনন্দ দেখে তাদের বাবা-মায়েরাও অনেক খুশি। সুন্দর রঙের খাতাগুলো শিশুদের লেখাপড়া করার জন্য অনেক উৎসাহ দেয়। এই খাতায় শিশুরা বর্ণমালা, ছবি অংকন, হাতের লেখা চর্চা করে। এছাড়া খাতার লেখাগুলো পরিবারের বড়রা পড়ে অনেক সচেতন হয়েছে।

পশ্চিমকুল এলাকার শিশু মোছা: মাহিয়া বলে, আমি খাতায় অনেক কিছু লিখি। খাতার ছবিগুলো আমার অনেক পছন্দ হয়েছে। আমি এই খাতা ব্যবহার করে নতুন নতুন বিষয় শিখি। তাই এই উপহার পেয়ে আমি অনেক আনন্দিত। এজন্য একশনএইডকে অনেক ধন্যবাদ।

আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের জন্য সহযোগিতা পেয়েছে ১০টি শিশু পরিবার

ইসরাতুল মাওয়া সানজিদা, সিজেজি প্রতিবেদক

একশনএইড বাংলাদেশ পেকুয়া উপজেলায় ২০২৫ সালে ১০০৬ জন শিশু পরিবার নিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছে। মগনামা এবং রাজাখালী ইউনিয়নে পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠিকে নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে অত্র ইউনিয়নের বাজারপাড়া, বহাদ্দরপাড়া, বোর্ডিংপাড়া, পশ্চিমকুল, নৈন্যারপাড়া, মৌলভিপাড়া, আমিলাপাড়া, নতুনঘোনা, পালাকাটা, হরুনমাতবরপাড়া গ্রামের ১০টি পরিবারকে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য ১,০০০০০/- (একলক্ষ টাকা) টাকা প্রদান করে। এই পরিবারগুলোর মেয়ে শিশুরা যাতে স্কুল থেকে ঝড়ে না যায়; আয় থেকে যাতে পরিবারগুলো শিশুদের পড়াশোনা চালাতে পারে এজন্য এই সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

যে পরিবারে আয় কম, বড় পরিবার, নারী-কর্তৃক পরিচালিত পরিবার, প্রতিবন্ধি পরিবার, বাবা-মা নেই এমন পরিবার এবং বাল্যবিয়ের ঝুঁকিতে আছে এমন পরিবাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। এই সব পরিবার পরিদর্শন করে, দরখাস্ত ও পরিবারের বিভিন্ন তথ্য যাচাই-বাছাই করে ১০টি অভাবি পরিবার বাছাই করা হয়। নিদিষ্ট স্কোর কার্ড এর মাধ্যমে উপযুক্ত পরিবার নির্বাচন করা হয়। এর পর ৫ নভেম্বর নির্বাচিত পরিবারকে নিয়ে এলআরপি অফিসে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলআরপি কোর্ডিনেটর জনাব মোহাম্মদ মোসলেহ্ উদ্দিন লস্কর শিশু ও অভিভাবকদের শিশুদের পড়াশোনার চালিয়ে যেতে উৎসাহ দেন এবং পরিবারগুলোকে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য বলেন। এবং প্রতিটি পরিবারকে নগদ ১০,০০০ টাকা অর্থ প্রদান করা হয়। এই টাকা দিয়ে পরিবারগুলো হাসঁ-মুরগী পালন, ছাগল পালন, সবজি চাষ ইত্যাদি কাজ শুরু করে। এই সহায়তা পেয়ে পরিবারগুলো খুবই আনন্দিত। এবং তারা এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য একশনএইড বাংলাদেশকে অনেক ধন্যবাদ জানায়।

শিক্ষা বৃত্তি পেয়েছে ১০ জন শিশু

সাইফা ফেরদৌসি মাহি,সিজেজি প্রতিবেদক

একশনএইড বাংলাদেশ পেকুয়া উপজেলায় ২০২৫ থেকে কার্যক্রম শুরু করেছে। মগনামা এবং রাজাখালী ইউনিয়নে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এখানকার শিশুরা বাল্যবিয়ের শিকার হয়। বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের বাল্য বিয়ে দেওয়া হয়।

বাল্যবিয়ে প্রতিরোধের জন্য এবং মেয়ে শিশুদের পড়াশোনা এগিয়ে নিওয়ার জন্য ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে রাজাখালী এবং মগনামা ইউনিয়নের ১০টি গ্রামের ১০জন মেয়ে শিশুকে ৩,০০০ টাকা করে মোট ৩০,০০০ টাকা প্রদান করেছে। এই পরিবারগুলোর মেয়ে শিশুরা যাতে স্কুল থেকে ঝড়ে না যায়। পড়াশোনার খরচ বহন করতে পারে এজন্য সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। নির্দিষ্ট দরখাস্ত এবং স্কোর কার্ড এর মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। এজন্য ৫ নভেম্বর শিশু ও পরিবারকে নিয়ে এলআরপি অফিসে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলআরপি কোর্ডিনেটর জনাব মোহাম্মদ মোসলেহ্ উদ্দিন লস্কর শিশু ও অভিভাবকদের শিশুদের পড়াশোনার চালিয়ে যেতে উৎসাহ দেন এবং পরিবারগুলোকে শিশুদের প্রয়োজনীয় স্কুল উপকরণ কিনে দেওয়ার জন্য বলেন। এই সহায়তা পেয়ে পরিবারগুলো খুবই আনন্দিত হয়। এই জন্য তারা সবাই একশনএইড বাংলাদেশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানায়।

মগনামা ও রাজাখালীতে ১৫টি স্বাবলম্বী নারী দল গঠিত হয়েছে

মোফাচ্ছের আহমদ ফাহিম, সিজেজি প্রতিবেদক

একশনএইড বাংলাদেশ ২০২৫ সাল থেকে পেকুয়া উপজেলার রাজাখালী এবং মগনামা ইউনিয়নে কাজ শুরু করেছে। এই এলাকার পিছিয়ে পড়া ১০০৬টি পরিবার নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করছে।

এই কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের দল তৈরি করেছে। এর মধ্যে অন্যতম দল হলো স্বাবলম্বী নারী দল। এর মাধ্যমে নারীরা একত্রিত হয়েছেন। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক ও দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন। এই দল পরিচালনার জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা কমিটিও গঠন করা হয়েছে। মগনামা ইউনিয়নে ১০টি এবং রাজাখালী ইউনিয়নে ৫টি স্বাবলম্বী নারী দল গঠন করা হয়েছে।

সপ্তাহে একদিন এই দলের মিটিং বসে। তারা নিজেরাই আগ্রহ নিয়ে মিটিং এ আসেন এবং নিজেদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি এই সমস্যা সমাধানের জন্য উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। তারা স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, নারী ও শিশুর অধিকার এবং সুরক্ষা, শিশুদের পড়াশোনা, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দুর্যোগের সময় করণীয় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে শিখেন। নারীরা আগে অনেক বিষয়ে চুপ থাকতেন। কিন্তু দল গঠনের মাধ্যমে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়েছেন। তার এখন নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারছেন। এছাড়াও তারা পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করছেন। এই উদ্যোগ নারীদের আত্মনিভরশীল ও সচেতন করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ছড়া ও কবিতা

ঐতিহাসিক জমিদনদী

রিকু মনি

নদীর পাড়ের মেয়ে আমি
সাগর পাড়ের কন্যা,
পানি নিয়ে খেলা করি,
ভয় করিনা বন্যা।
নদীতে আমি মাছ ধরি,
নদীতে খেলি রোজ,
নদীর কাছে দুঃখ বুঝাই,
নদীতে শান্তি করি খোঁজ।

বৃষ্টি

আইমন জান্নাত মিম

বৃষ্টি এল দৃষ্টির কাছে,
হাওয়া হাওয়া পাতা নাচে,
বৃষ্টি এলে রাস্তা-ঘাট হয়ে যায় নষ্ট,
চলতে ফিরতে মানুষের হয় কষ্ট।
বর্ষা আমার প্রিয় ঋতু,
কদম ফোটে তাই,
মা-বাবাকে ফাঁকি দিয়ে
বৃষ্টিতে ভিজতে যাই।

পুলিশ হবো

রিয়াজ উদ্দিন

বড় হয়ে পুলিশ হবো,
ধরবো আমি চোর,
ধরতে পারলে চোরকে
আমি দিব অনেক শাস্তি ।
মায়ের আমার অনেক স্বপ্ন,
বড় হয়ে পুলিশ হবো।
তাই তো আমি স্বপ্ন দেখি
বড় হয়ে পুলিশ হবো।
চেষ্টা করছি, দোয়া করছি
আল্লাহ আমায় পুলিশ হতে
সাহায্য করো।

মা

নুসরাত আক্তার আফনান

মা কথাটি ছোট্ট যেনো ভাই,
তাহার চেয়ে নাম যে মধুর
ত্রিভুবনে নাই।
মা যে আমায় বড় করলো
কতই কষ্ট করে,
মা ছাড়া বল আমি থাকি
কেমন করে।

মেলা

নুসরাত জাহান রমিশা

ফুলের মেলা, পাখির মেলা
আকাশ জুড়ে তারার মেলা
সাত সাগরে ঢেউ এর মেলা
আরো মেলা পৃথিবী জুড়ে।
ভাই-বোনেরা মিলে
রং কুড়িয়ে বেড়ায় তারা।
ফুলের বুকে সুবাস যত,
নেয় মেখে তাই চোখে-মুখে।
এই সে হাঁসি, এই সে খুশি
এই সে প্রতি দক্ষ মনে
কচি সুন্দর ভাই-বোনেদের
গড়া এই যে মেলা
এই মেলাতে নিত্য চলে আপন মনে
একটি খেলা।

স্কুল-বিদায়

জুঁই

একটি সময় পর জীবনের পথ চলতে গিয়ে,
যে যার মতো করে যায় এগিয়ে ।
ব্যস্ত হয়ে পড়ে সবাই,
দেখা হয় না, কথা হয় না।
হয় না মেলা-মেশা।
তবুও টিফিন থেকে শুরু করে
বিদায় বেলার রান্না,
সবই স্মৃতিতে এক হয়ে করে কান্না।

পরিবেশ

জান্নাতুল নাইমা

আমরা হলাম মানুষ জাতি, সৃষ্টির মাঝে সেরা
জগত ছিল আদি থেকে অরণ্যে ঘেরা।
আমাদের এই বসুমতি সৃষ্টিকর্তার দান,
আলো-বায়ু, বিশুদ্ধ জল বাঁচায় সবার প্রাণ।
শব্দ দূষণ, বায়ু দূষণ, দূষণ হচ্ছে পানি।
সংবাদ পত্রে পাচ্ছি আমরা, পাচ্ছি তারই বাণী।
যে ভাবেই হোক সবাই মিলে, করবো দূষণ রোধ।
বৃক্ষ কর্তন করার ফলে আমরা হবো নিঃস্ব।
গাছ রোপনে বাঁচবো আমরা, বেঁচে যাবে বিশ্ব।
সৃষ্টিকর্তার সম্পদ ছাড়া নেই আমাদের গতি,
না বুঝে আজ করছি আমরা পরিবেশের ক্ষতি।

বৃষ্টি

আকলিমা জান্নাত

বৃষ্টি নামে মাটির বুকে ধীরে ধীরে,
শীতল হাওয়ায় মন ভরে যায় ভোরে।
ছাদের টিনে টুপ টুপ শব্দ বাজে,
গ্রামের পথ ভিজে যায় সবুজ সাজে।
নতুন জলে নতুন প্রাণ জেগে ওঠে,
ধানের ক্ষেতে হাঁসি যেন দুলে ওঠে।
শিশুরা খেলে বৃষ্টির পানিতে ভিজে,
মেঘের আড়ালে সূর্য লুকিয়ে মিজে।
পৃথিবী জুড়ে ধুয়ে যায় ধুলোর দাগ,
বৃষ্টি আনে শান্তি, ভালোবাসার রাগ।

মা-বাবা

আফরিন সোলতানা জেরিন

মা-বাবা আমার পৃথিবীর আলো
তাদের ভালোবাসায় জীবন হয় ভালো।
মায়ের স্নেহে কেটে যায় সব কষ্ট,
বাবার ছোঁয়ায় পাই আমি নিরাপদ আশ্রয়।
তাদের জন্যই আজ আমি দাড়িয়ে আছি,
তাদের দোয়া নিয়েই সামনে এগিয়ে যাচ্ছি।
মা-বাবার ঋণ শোধ করা যায় না কোন দিন,
তাদের ভালোবাসা থাকে হৃদয়ের গহিন।
জীবনের সব সুখ তাদেরই দান,
মা-বাবা আমাদের সবচেয় বড় প্রাণ।

বর্ষা

নুসরাত তাহাসিন আবিদা

বর্ষা মানে ঝোপ ঝোপ আর
টাপুর টুপুর খেলা।
বর্ষা মানে আকাশ জুড়ে,
কালো মেঘের ভেলা।
বর্ষা মানে বৃষ্টি ভেজা,
কোলা ব্যাঙের দল
বর্ষা মানে হাপুস ভিজে
খেলতে বের হই চল।
বর্ষা মানে জল থৈ থৈ
বর্ষা মানে ছাতা গেল কৈ।

মা

রিপা মনি

আমার প্রতি তোমার মাগো
এতো বেশি মায়া,
তোমার আঁচল তলে মাগো
আছে শীতল ছায়া।
তোমার বদন দেখলে মাগো
ভুলি হাজার কষ্ট,
তুমি না থাকলে মাগো
জীবন হতো নষ্ট।

লবণের মাঠ

তাসনিম সোলতানা

লবণের মাঠে সাদা রোদ নেমে আসে ধীরে,
মাটির বুকে স্বপ্ন জমে নিরবে।
ঘামের গন্ধ মিশে থাকে বাতাসের ভাঁজে,
সূর্য যেন আগুন হয়ে দাড়িয়ে থাকে পাশে।
নোনা জলে ভেজা পথে হাটে ক্লান্ত মানুষ
তুবও তাদের চোখে থাকে বেঁচে থাকার ফানুস,
প্রতি দানায় লুকিয়ে থাকে জীবনের গান,
দুঃখ ভুলে হাসতে শিখায় লবনের সেই ঘ্রান।

বৃষ্টি

জাপিয়া জান্নাত

রুম ঝুম ঝুম বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর সুরে,
ছোট্ট পাখি লুকায়ে থাকে গাছের পাতার ঘরে।
কাগজের নৌকা ভাসাই আমরা ছোট্ট জলের ঢেউয়ে,
হাসি-খুশি দিনটা কাটে বৃষ্টির সাথে খেলায় মেতে।
মেঘ মামা আকাশ জুড়ে আঁকে নীল ছবি,
ব্যাঙগুলো ডেকে ওঠে জ্যাক জ্যাক বি,
বৃষ্টি এলে মজা লাগে ভিজতে ভালোবাসি,
রঙিন ছাতা মাথায় দিয়ে করি হাসাহাসি।

বাবা-মা

মুনতাহা

মা আমার আকাশ,
বাবা আমার ছায়া।
মায়ের হাসি আলো,
বাবার ঘাম মায়া।
মা জাগে সারারাত,
বাবা খাটে সারাদিন,
মায়ের দোয়ায় বাঁচি,
বাবার দেয় হাসি।
বাবা-মা তোমরা
আমার পৃথিবী।

বৃষ্টি

তানিশা

টুপটাপ শব্দ রাতে
ভিজে যায় মনটা তাতে।
জানালার কাছে ফোটা,
মেঘের চিঠি কত কথা।
ভেজা মাটির সুবাস নিয়ে,
আসে আশ্বাস,
কদম ফুলের গন্ধে
স্মৃতিরা সব কাঁদে,
বৃষ্টি মানে ছুট,
বৃষ্টি মানে আনন্দ।

মায়ের আঁচল

তাসফিয়া

মায়ের মুখে মিষ্টি হাসি
ভরিয়ে দেয় মন,
মায়ের ডাকে সকাল শুরু
শান্ত এ জীবন।
কষ্ট হলে মা'ই আগে
জড়িয়ে নেয় বুকে,
মায়ের ভালোবাসা যেন
রাখে সুখের মুখে।
মা আছে বলেই পৃথিবীটা
এত আপন লাগে,
মায়ের ছোঁয়ায় ছোট্ট মনটা
ভালোবাসায় জাগে।

সবুজের গল্প

মিরাজু

সবুজ গাছে হাওয়ার দোলা
মনটা ভরে যায়,
নীল আকাশে সাদা মেঘ
স্বপ্ন হয়ে যায়।
ফুলের গন্ধ সকালবেলা
ছড়িয়ে পড়ে দূর,
নদীর জলে রোদের আলো
দেখতে কী সুন্দর!
প্রকৃতির এই সবুজ ছোঁয়া
শান্তি এনে দেয়,
সবুজের এই সুন্দর গল্প
হৃদয় জুড়ে রয়।

চিত্রাংকন

হাবিবুর বয়স-৯

সাদিয়া বয়স-১২

ইফতি বয়স-৮

তাহিয়া বয়স-৮

তাহিয়া বয়স-৮

জেরিন বয়স-১৩

তামান্না বয়স-৭

তাসমিন বয়স-১৩

স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৫০টি পরিবার

আহনাফ আদিল, সিজেজি প্রতিবেদক

একশনএইড বাংলাদেশ মগনামা এবং রাজাখালী ইউনিয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এলাকার মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করে। এখানকার মানুষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ পানির গুরুত্ব, হাত ধোয়া ইত্যাদি বিষয়ে অসচেতন। এলাকার মানুষের জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একশনএইড বাংলাদেশ ৫০ জন সদস্য নিয়ে ১ দিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, মগনামা উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৫ জন্য সদস্য নিয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এবং ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, রাজাখালী এয়ার আলী খান উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

এখানে তারা বিশুদ্ধ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার, পানিবাহিত রোগবালাই, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার, খোলা জায়গায় মলত্যাগের ক্ষতিকর দিক, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারেন। এছাড়া তারা হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম শিখেন। প্রশিক্ষণে উপ-সহকারী প্রকৌশলী সালাহ উদ্দিন সোহেল, এলআরপি কোর্ডিনেটর মোহাম্মদ মোসলেহ্ উদ্দিন লস্কর এবং এলআরপির অন্যান্য স্টাফ উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারীগণ খুব আগ্রহ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং উত্তর জেনে নেয়। তারা নতুন নতুন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। তারা বলে এখন থেকে তারা সবাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবেন, পরিবার এবং প্রতিবেশীদেরও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে সচেতন করবেন।

হিউম্যান রাইটস বেইস অ্যাপ্রোচ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন যুবা ও নারীরা

রিতু মনি, সিজেজি প্রতিবেদক

একশনএইড বাংলাদেশ ২০২৫ সাল থেকে পেকুয়া উপজেলার রাজাখালী এবং মগনামা ইউনিয়নে কাজ শুরু করেছে। এখানকার পিছিয়ে পড়া ১০০৬টি পরিবার নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করছে। বিশেষ করে নারী, শিশু ও যুবাদের নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। একশনএইড বাংলাদেশ এর কাজের ধরণ অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে কিছুটা আলাদা।

একশনএইড বাংলাদেশ মানুষের অধিকারকে বেশি গুরুত্ব দেয়। তাই একশনএইড বাংলাদেশ প্রোগ্রামের অংশগ্রহণকারীগণকে হিউম্যান রাইটস বেইস অ্যাপ্রোচ বিষয়ে ধারনা প্রদানের জন্য নারী ও যুবাদের নিয়ে ট্রেনিং আয়োজন করে। এই প্রশিক্ষণণে মগনামা এবং রাজাখালী ইয়ুথ দলের ৫ জন সদস্য এবং উক্ত ইউনিয়নের স্বাবলম্বী নারী দলের ২০ জন সদস্যসহ মোট ২৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ এ সকল অংশগ্রহণকারীগণ মানবাধিকার, দারিদ্র্য ও এর মূল কারণ, বঞ্চনা, অভাব, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, সমস্যা বিশ্লেষন, সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। ৩দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ফলজ বৃক্ষের চারা পেয়েছেন ২০০টি পরিবার

আহনাফ আদিল, সিজেজি প্রতিবেদক

একশনএইড বাংলাদেশ গত বছর জুলাই মাসে পেকুয়া উপজেলার মগনামা ইউনিয়নের পশ্চিমকুল এবং কুমপাড়া গ্রামের ১০০টি পরিবারকে ফলজ বৃক্ষের চারা প্রদান করেছে। প্রতিটি পরিবার ১টি করে আমড়া ও ১টি করে পেয়ারা গাছের চারা পেয়েছেন। এই চারাগাছগুলো পেয়ে পরিবারগুলো অনেক খুশি হয়েছেন। এর মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি,পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও জলবায়ু পরিবর্তন অবদান রাখবে বলে আশা করা হয়। পাশাপাশি বৃক্ষরোপনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা সম্পর্কে আলোচনা সেশনের আয়োজন করা হয়। গাছপালা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং দুর্যোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। গাছ মানুষকে ফল প্রদান করে ভিটামিন এর চাহিদা পূরণ করে এবং বৃষ্টিপাত হতে সহায়তা করে। এছড়া গাছের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জেনে তারা অনেক বেশি সচেতন হয়েছে। এছাড়াও তারা গাছ লাগানো এবং এর পরিচর্যা সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন।

চিকিৎসা সহায়তা পেয়েছে ৮ জন শিশু

রেশমি আক্তার, সিজেজি প্রতিবেদক

একশনএইড বাংলাদেশ মগনামা এবং রাজাখালী ইউনিয়নে ১০০৬ জন শিশু ও তাদের পরিবার নিয়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। একশনএইড শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়টি বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বিগত বছরে ছড়িপাড়া, নাপিতারদিয়া, কালারপাড়া, পশ্চিমকল, পালাকাটা ও দশেরঘোনা এলাকার মুবিন, সোইবুল, সিয়াম, আজিজুল, তুহা, হামিদ, সাইমন, মারুয়া সহ ৮জন শিশু মারাত্মক অসুস্থ এবং দুর্ঘটনায় আহত হয়। এই শিশুদের কারো হাড় ভেঙ্গে যায়, কেউ থ্যালাসামিয়া রোগে আক্রান্ত, জন্ডিস, টনসিল এবং পেটের রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। শিশুদের অভিভাবকরা শিশুদের চিকিৎসা করান। কারো কারো অসুস্থতা দীর্ঘদিন থেকে ছিল। এজন্য শিশুরা অনেক কষ্ট পেয়েছে। এসকল শিশুদের পরিবারগুলো অনেক দরিদ্র বলে তাদের চিকিৎসা ব্যয় বহন করা অনেক কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাদের চিকিৎসা ফি, পরীক্ষা নিরীক্ষা, টেস্ট, ঔষুধ, খাবার ইত্যাদির প্রয়োজন ছিল। এমতাবস্থায় একশনএইড বাংলাদেশ এই অসহায় পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ায়। একশনএইড মোট ৯ জন শিশুকে ২৫,০০০ টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেছে। এই সহায়তার মাধ্যমে পরিবারগুলো শিশুদের চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পেরেছে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করতে পরিবারগুলো কিছুটা উপকৃত হয়। পাশাপাশি অভিভাবকরা শিশুদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়। পরিবারগুলো আশা করে ভবিষ্যতে একশনএইড এই সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

হাতির শক্তি

ইসরাত মাওয়া সানজিদা

সার্কাসে একটি বিশাল হাতিকে দেখে একটি ছেলে অবাক হলো। হাতিটা শুধু একটা পাতলা দড়ি দিয়ে ছোট খুটির সাথে বাঁধা। সে চাইলেই দড়ি ছিড়ে পালাতে পারে। কিন্তু সে চুপ চাপ দাড়িয়ে আছে। ছেলেটা হাতির ট্রেইনারকে জিজ্ঞাস করলো এতো বড় হাতি এই সামান্য দড়িটা ছিড়ে না কেন? ট্রেইনার হেসে বললো ছোট বেলায় এই দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতাম। তখন সে অনেক চেষ্টা করেও ছিড়তে পারেনি। বার বার ব্যাথা পেয়ে ওর মাথায় ঢুকে গেছে এই দড়ি ছেড়া অসম্ভব। এখন ওর গায়ে অনেক শক্তি। কিন্তু মনের বিশ্বাসটা ছোট বেলার মতোই রয়ে গেছে। এই থেকে আমরা বুঝতে পারি ছোট বেলার ব্যর্থতা ও ভয় কাটিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে ভয় পাই যা কখনোই ঠিক নয়।

বিশুদ্ধ পানির সংকট

আইমান জান্নাত, সিজেজি প্রতিবেদক

পেকুয়া উপজেলার মগনামা এবং রাজাখালী ইউনিয়নের গ্রামগুলো সমুদ্রতীরবর্তী হওয়ায় এখানে বিশুদ্ধ খাবার পানির যথেষ্ট অভাব আছে। বিশেষ করে করোলিয়াপাড়া, বাজার পাড়া, কলারপাড়া, নতুনঘোনা, আমিলাপাড়া, বোর্ডিংপাড়া প্রভৃতি গ্রামে পানির অনেক সংকট আছে। পানির স্তর নিচে নেমে যায় খরা মৌসুমে। নলকূপে পানি ওঠে না। নারীদের কষ্ট হয় পানি নিয়ে আসতে। তারা অন্যের মোটর থেকে পানি নিয়ে আসে। এতে সময় এবং টাকাও খরচ হয়। খাবার পানির অভাবে এলাকার মানুষকে কষ্ট করতে হয়। বিশুদ্ধ পানির অভাবে নানা রকম রোগ হয়। যেমন-চর্ম, কলেরা, ডায়ারিয়া, আমাশয় ইত্যাদি। যার জন্য পরিবারকে অনেক টাকা খরচ করে চিকিৎসা করতে হয়। এই পানির সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ বিশেষ করে নারী ও শিশুরা পানির সমস্যা থেকে রক্ষা পাবে। তাহলে শিশুরা অসুস্থ হবে না এবং নিয়মিত স্কুলে যেতে পারবে এবং তাদের অধিকার রক্ষা পাবে।

বাড়ি তৈরির সহায়তা পেয়েছে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত শিশু পরিবার

আহনাফ আদিল, সিজেজি প্রতিবেদক

একশনএইড বাংলাদেশ মগনামা এবং রাজাখালী ইউনিয়নে ১০০৬ জন শিশু ও তাদের পরিবার নিয়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। একশনএইড শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়টি বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এছাড়া দুর্যোগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। দুর্যোগের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ায়। পশ্চিমকুল এলাকায় আগুন লেগে কয়েকটি বাড়ি পুড়ে যায়। এতে পরিবারগুলো অনেক অসহায় হয়ে পড়ে। এরমধ্যে স্পন্সরশীপ পরিবার নাজিফা, বাবা-আব্দুল মজিদ এবং মাতা-তৈয়বা বেগম এর বাড়ি পুড়ে যায়। বাড়ির আসবাব পত্র, পোশাক, খাবার ইত্যাদি পুড়ে পরিবারটির ব্যাপক ক্ষতি হয়। এসময় একশনএইড বাংলাদেশ পরিবারটির পাশে দাঁড়ায়। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তাদেরকে বাড়ি র্নিমাণের জন্য একশনএইড বাংলাদেশ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা)'র চেক প্রদান করে। এর আগে তাদের বাড়ি পুড়ে যাওয়ায় পশ্চিমকুলের স্বাবলম্বী নারী দল নাজিফাদের বাড়ি পরিদর্শন করেন এবং ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করেন।

ক্ষয়ক্ষতি হিসাব করে তারা একশনএইড বাংলাদেশকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেন। বর্তমানে নাজিফার বাবা টিন ও কাঠ দিয়ে বাড়ি নির্মাণ করেছেন পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন। এই ধরনের সহযোগিতা করার জন্য নাজিফার পরিবার একশনএইড এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

বই

সানজিদা মুন্নি

বই মানুষের জ্ঞান অর্জনের প্রধান মাধ্যম। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ বই এর মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করে। একটি ভালো বই মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। বই এমন একটি বস্তু যেখানে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তথ্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ থাকে। এটি মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির অন্যতম উৎস। বই মানুষের জীবনে অনেক উপকার করে। যেমন- জ্ঞান বৃদ্ধি করে, চিন্তা শক্তি উন্নত করে, ভাষার দক্ষতা বাড়ায়, সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং মানষিক প্রশান্তি দেয়। বই মানুষের একাকিত্ব দূর করে, তাকে নতুন দিগন্তের সাথে পরিচিত করে। সঠিক চিন্তা, নৈতিকতা ও সুন্দর চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। তাই প্রতিটি মানুষের উচিৎ প্রতিদিন কিছু সময় বই পড়ার জন্য ব্যয় করা। বই পড়ার অভ্যাসকে জীবনের অংশ করে নেওয়া। তবেই একটি শিক্ষিত ও উন্নত সমাজ গড়ে উঠবে।

শিশু শ্রম ও প্রতিকার

তাসপিয়া জান্নাত নূরী, সিজেজি প্রতিবেদকের

মহান মে দিবসে শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনা হয়, কিন্তু শিশুশ্রম নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না। আমাদের এলাকায় দেখা যাচ্ছে প্রায় ৮-১০ বছর বয়সী শিশুরা শ্রমে নিয়োজিত হচ্ছে এবং দিনের পর দিন বাড়ছে এই শিশু শ্রমের পরিমাণ। এই শিশুরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকেন। যেমন– লবণ উৎপাদন, কৃষিকাজ, রিক্সা চালানো, ওয়ার্কসপের কাজ, অটোরিক্সা চালানো, রাজমিস্ত্রী ইত্যাদি। শিশু শ্রমের মূল কারণ অভিভাবকদের দায়িত্বহীনতা, দরিদ্রতা, পড়ালেখার বিষয়ে অভিভাবকদের অসচতেনতা ইত্যাদি। শিশুরা পরিবারের আর্থিক দৈন্যতার কারণে তারা শ্রম দিতে বাধ্য হচ্ছে। তারা তাদের পরিশ্রমের মজুরী কত সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজ কাঠমো শিশু শ্রমিকদের উপর অনেকটা ভর করে আছে। ফলে শিশুরা তাদের অধিকার ও সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা কম বয়সে ধূমপান ও নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এজন্য বাল্য বিয়েও বেড়ে যাচ্ছে। তবে শিশুশ্রম বন্ধ করার জন্য কাজ করতে হবে। সবার আগে প্রয়োজন শিশুদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল মনোভাব এবং তাদের হেয় মনের সুষ্ঠু বিকাশ। আগামী প্রজন্মকে সুস্থ ও সুন্দর নাগরিক উপহার দেওয়ার জন্য শিশুশ্রম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ প্রয়োজন। তাদের পরিবারকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং প্রত্যেক মহল্লায় গিয়ে তাদের অভিবাবকদের শিশুশ্রমের কুফল সম্পর্কে বোঝাতে হবে।

তৃণমূল বার্তা

সম্পাদকীয়

১ম সংখ্যা • জুন ২০২৬

এলআরপি ৫৬

প্রিয় পাঠক বৃন্দ,

তৃণমূল বার্তায় আপনাদের স্বাগতম। অনেক আনন্দ ও উৎসাহ নিয়ে আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি আমাদের প্রথম প্রকাশনা। এই পত্রিকা শুধুই একটি প্রকাশনা নয়, এটি আমাদের চিন্তা, অভিজ্ঞতা এবং স্বপ্ন ভাগাভাগি করার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা নানা সমস্যার মধ্যদিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্র্য, শিক্ষার সংকট, শিশুশ্রম, বাল্যবিয়ে, নারী ও শিশু নির্যাতনের সমস্যাগুলো এখন অনেক মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলছে। এখানে এই এলাকার প্রতিকূলতা ও সম্ভাবনা, পরিবর্তন ইত্যাদি দেখতে পাবেন। আরো দেখতে পারবেন শিশু, নারী, ও তরুণদের প্রচেষ্টা, স্বপ্নের কথা। একশনএইড বাংলাদেশ পেকুয়া উপজেলার মগনামা এবং রাজাখালী ইউনিয়নে ৪২ টি গ্রামে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিশুদের অধিকার, সুরক্ষা এবং বিকাশের জন্য কাজ করছে, শিশুদের স্বপ্ন দেখাচ্ছে বড় হওয়ার, মানুষের মতো মানুষ হওয়ার; কাজ করছে ইয়ুথ এবং নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং নেতৃত্ব বিকাশে। নারী ও যুব উদ্যোগের মাধ্যমে সহনশীল ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে। এখানে কিছু উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এটি আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। তাই ভুল-ত্রুটি ক্ষমতা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আপনার মূল্যবান মতামত দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন। সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

মোঃ এরশাদ খান

অফিসার- চাইল্ড স্পনসরশীপ এন্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট

এলআরপি-৫৬, পেকুয়া, কক্সবাজার।

সম্পাদকীয়

একশনএইড বাংলাদেশ ১৯৮৩ সাল থেকে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করে আসছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালিত ১০টি লোকাল রাইটস প্রোগ্রামের মাধ্যমে সংস্থাটি বিশেষভাবে নারী, শিশু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানা উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এই উদ্যোগগুলোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিশুদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বিকাশ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে একশনএইড বাংলাদেশ ১০টি লোকাল রাইটস প্রোগ্রামের আওতায় ২৩টি শিশু সাংবাদিক দল গঠন করেছে। এসব দলের সদস্যরা নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংবাদ লেখা, ছবি তোলা, আশপাশের সমস্যা চিহ্নিত করা, তথ্য সংগ্রহ এবং লেখনীর মাধ্যমে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের কৌশল শিখছে। তারা শুধু নিজেরাই শিখছে না, বরং সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অন্য শিশুদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিচ্ছে।

শিশু সাংবাদিকরা আজ নিজেদের সম্প্রদায়ের পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করছে। তারা নারী ও শিশুদের নানা বাস্তব সমস্যা, সম্ভাবনা ও অপ্রকাশিত গল্প তুলে ধরছে সাহসিকতার সঙ্গে। প্রতিবছর তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রকাশিত 'তৃণমূল বার্তা' স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সরকারি, বেসরকারি এবং উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছে পৌঁছে যায়, যা নীতিনির্ধারণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এখানেই তাদের কাজের পরিসর শেষ নয়। শিশু সাংবাদিকদের লেখা ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমেও প্রকাশিত হচ্ছে, যা তাদের আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধকে আরও সমৃদ্ধ করছে।

আমরা বিশ্বাস করি, আজকের এই শিশু সাংবাদিকরাই আগামী দিনের সচেতন নাগরিক, মানবাধিকারকর্মী, গণমাধ্যমকর্মী এবং পরিবর্তনের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে। তাদের কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করা মানে একটি ন্যায়ভিত্তিক, বৈষম্যহীন ও শিশু-বান্ধব সমাজ গঠনের পথকে আরও সুদৃঢ় করা। এই বিশ্বাস নিয়েই একশনএইড বাংলাদেশ শিশুদের ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব বিকাশের যাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

একশনএইড বাংলাদেশ